ব্রহ্মা বাবার মতো সারা বিশ্বে ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ভাইব্রেশন বিকশিত করো

আজ শক্তিমান(সমর্থ) বাপদাদা তাঁর শক্তিসম্পন্ন বাচ্চাদের দেখছেন । আজ স্মৃতি দিবস তথা সমর্থ দিবস । আজ, এই দিনে সর্বশক্তির উইল বাচ্চাদের দেওয়া হয়েছে । দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরণের উইল হয়, কিন্তু ব্রহ্মাবাবা, বাবার থেকে যে সর্বশক্তি লাভ করেছিলেন তা'ই বাচ্চাদের উইল করে দিয়ে দিয়েছেন। এইরকম অলৌকিক উইল আর কেউ করতে পারেনা । বাবা ব্রহ্মাবাবাকে সাকারে সহায়ক বানিয়েছেন আর বাচ্চারা, ব্রহ্মাবাবা তোমাদের "নিমিত্ত ভব" বরদানে তাঁর উইল করেছেন । বাচ্চারা, এই উইল তোমাদের সহজভাবে সর্বশক্তির অনুভব করার উপযুক্ত বানায় । একটা জিনিস হল তোমাদের নিজেদের পুরুষার্থ দ্বারা শক্তির অনুভব, আরেক হল পরমাত্ম উইল দ্বারা শক্তির প্রাপ্তি । এটা হল পরম ঈশ্বরের দেওয়া উপহার, পরম ঈশ্বরের দেওয়া বরদান । পরমেশ্বরের এই বরদান তোমাদের উন্নতিসাধন করায় । যখন তোমরা বরদান লাভ করো, পুরুষার্থের মেহনত তোমাদের করতে হয়না কিন্তু তোমরা সহজেই এবং নিজে থেকেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাও কেননা স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন । বাবার সামনে তখন অল্পই ছিল । যাই হোক, বাপদাদার দ্বারা এই উইল বিশেষ বাচ্চারা, তোমাদের দেওয়া হয়েছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মাবাবা দ্বারা । বাপদাদা বাচ্চাদের দেখছেন, যারা বাবার দ্বারা উইল লাভ করেছিল, তারা খাঁটি রত্ন এবং যে বাচ্চারা সেবার নিমিত্ত হয়েছিল, তারা প্রাপ্ত উইল সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছিল । এই উইলের কারণে ব্রাহ্মণ পরিবার দিন দিন বড় হচ্ছে । বাচ্চারা তোমাদের বিশেষত্বের কারণে এই বৃদ্ধি হওয়ারই ছিল আর এখনও তা' হচ্ছে।

বাপদাদা দেখছেন, নিমিত্ত এবং সহযোগী এই দুই ধরনের বাচ্চাদের মধ্যে দুই ধরনের বিশেষত্ব খুব ভাল রয়েছে । তোমরা স্থাপনার খাঁটি রত্নই হও বা সেবার রত্নই হও, যে-কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য, সংগঠনের ইউনিটি, অতি উত্তম ছিল । এমনকি তোমাদের মধ্যে 'কেন' 'কি' 'কিভাবে' প্রভৃতির কোনো ন্যূনতম প্রশ্নও ছিলনা । তোমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যখন তোমাদের কেউ একজন কোনকিছু বলছে তখন অন্যজনে তা' মেনে নিচ্ছে । এই বিশেষত্ব ছিল 'এক্সট্রা পাওয়ার' উইলের বায়ুমণ্ডলের । এই কারণে, তোমরা সব নিমিত্ত আত্মারা সর্বত্র শুধু "বাবা" "বাবা"ই দেখতে পাচ্ছ ।

সেই সময়ে যারা নিমিত্ত বাচ্চা ছিল বাপদাদা তাদের সবাইকে তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা দিচ্ছেন । বাবার চমত্কারিত্ব তো ছিলই কিন্তু সব অবস্থাতেই বাচ্চারা তোমাদেরও চমত্কারিত্ব কম ছিল না । সেই সময়ের সংগঠনের ইউনিটি, সকলের ঐক্যবদ্ধতা আজও সেবাকে উত্তমরূপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । কেন ? তোমরা নিমিত্ত আত্মারা, তোমাদের ফাউন্ডেশন অত্যন্ত মজবুত ছিল । বাচ্চারা, আজ তাই বাপদাদাও, তোমাদের চমত্কারিতার মহিমা গাইছিলেন । চারিদিকের বাচ্চারা বাবাকে ভালবাসার মালা পরিয়ে দিচ্ছিল আর বাবা বাচ্চাদের চমত্কারিত্বের গুণগান করছিলেন । তোমরা কখনও ভেবেছিলে এই সবকিছু এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে ? কত দিন হয়ে গেল ? তোমাদের সবার মুখ থেকে হৃদয়ের একই আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । কিন্তু বাবা জানতেন যে, এখনও অব্যক্তরূপ দ্বারা সেবা বাকি ছিল । সাকারে থাকাকালীন তোমরা এইরকম প্রকাণ্ড হল্ বানিয়েছ ? সেই সময়ে বাবার অতি স্নেহের ডাবল্ বিদেশীরা এসেছিল ? ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের অব্যক্ত পৌষ্টিকতায় অর্থাত্ অব্যক্ত পালনায় তাদের অলৌকিক জন্ম নিতেই হতো । এই সকল

বাচ্চাদের আসার ছিল, এই কারনে ব্রহ্মাবাবাকে তাঁর সাকার দেহ ছাড়তে হয়েছিল । তোমরা ডাবল্ বিদেশী বাচ্চারা, অব্যক্ত পালনা লাভের অধিকারী হওয়ার নেশা রয়েছে তোমাদের ?

ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ ড্রামায় বিশেষভাবে নির্ধারিত । বাচ্চারা, তোমাদের ভবিষ্যত্ এবং ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ শুরু থেকেই ড্রামায় লিখিত আছে । ব্রহ্মাবাবা ত্যাগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়েছিলেন । যখন তোমার কাছে সবকিছু থাকবে আর সেই সমগ্র প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে তুমি ত্যাগ করতে পারবে তখনই ত্যাগের মাহাত্ম্য । সময়ের প্রতিকূলতায় বা সমস্যার পরিস্থিতিতে করা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ নয় । শুরু থেকে ব্রহ্মাবাবা তন, মন, ধন, সম্বন্ধ সবকিছু প্রাপ্ত করেও তিনি ত্যাগ করেছিলেন । এমনকি তাঁর শরীরও তিনি ত্যাগ করেছিলেন । সবরকম সুখ সাধনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে পুরানো ঝুপড়িতে থাকতেন । সবদিক থেকে সুযোগ সুবিধার সাধন আসা শুরু হয়েছিল এবং যদিও তিনি সেই সবকিছু পেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় অতি কঠোর ছিলেন । ব্রহ্মার এই তপস্যা বাচ্চাদের সকলের ভাগ্য তৈরি করে দিয়েছে । ড্রামা অনুসারে, একমাত্র ব্রহ্মা প্রকৃত ত্যাগের উদাহরণস্বরূপ হয়েছিলেন । এই ত্যাগই সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা তাঁর সেবার বিশেষ পার্ট তৈরি করেছিল । এইজন্য নতুন নতুন বাচ্চারা সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা ফাস্ট এগিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং, তোমরা শুনলে তো ব্রহ্মাবাবার ত্যাগের কাহিনী ?

তোমরা বাচ্চারা এখনও ব্রহ্মার তপস্যার ফল লাভ করছ । তাঁর তপস্যার প্রভাব মধুবনের ভূমিতে সমাহিত । সাথে বাচ্চারাও আছে আর তাদের তপস্যাও, তোমরা তবুও বলবে, ব্রহ্মাবাবাই ছিলেন নিমিত্ত । ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যারা মধুবনের তপস্বী ভূমিতে এসেছিল এমনকি তারাও অনুভব করেছিল এখানকার বায়ুমণ্ডল এবং এখানকার ভাইব্রেশন সহজযোগী বানিয়ে দেয় । এখানে তোমাদের যোগের মেহনত করতে হয়না কারণ এখানে সহজেই তোমরা যোগযুক্ত হতে পারো । কোনও সমস্যা নয় যে, কি রকমের আত্মারা এখানে আসে, তারা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অনুভব করে । তারা হয়তো জ্ঞান বুঝতে পারেনা কিন্তু নিশ্চিতভাবে তারা অলৌকিক ভালবাসা এবং শান্তি অনুভব করে । কিছু কিছু পরিবর্তনের সঙ্কল্প করে তারা ঘরে ফিরে যায় । এই হল ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের তপস্যার প্রভাব । এর সাথে সাথে তাঁর সেবার বিধি লক্ষ্য করো । তিনি প্র্যাকটিক্যাল-এ বাচ্চাদের করে দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কিভাবে সেবা করা যায় । তোমরা এখন সেই বিভিন্ন বিধি অনেক বেশী কাজে লাগাচ্ছ । এছাড়াও ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ফল তোমরা লাভ করছ । ঠিক একইভাবে, *বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ভাইব্রেশন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে* । সায়েন্স শক্তি যেমন তার প্রভাব প্রত্যক্ষ রূপে দেখাচ্ছে, তেমনই সায়েন্সের রচয়িতা হল সাইলেন্সের শক্তি । এখনই সাইলেন্স শক্তি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ঘাটন করার অর্থাত্ প্রকাশ করার সময় । *তীব্র গতিতে সাইলেন্স শক্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার বিধি হ'ল মন -বুদ্ধির একাগ্রতা* । একাগ্রতার অভ্যাস এখন বাড়ানো উচিত্ । তোমাদের একাগ্রতার শক্তি দ্বারা একমাত্র বায়ুমণ্ডল তৈরি করতে পারো । অস্থিরতার সময়ে পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন তৈরি হতে পারে না ।

বাপদাদা আজ দেখছিলেন, একাগ্রতার শক্তি আরও বেশী করে প্রয়োজন । বাচ্চারা তোমাদের সবার এখন দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা উচিত্, তোমাদের সমস্ত ভাই- বোনেদের চরম দুর্দশাপীড়িত পরিবেশের পরিবর্তন করার । তোমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য দয়া উজ্জীবিত (ইমার্জ) হোক । সায়েন্সের শক্তি যদি সেইরকম অস্থিরতা তৈরি করে তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের সাইলেন্সের শক্তি দিয়ে, দয়ার

অনুভব দিয়ে এবং সঙ্কল্প দিয়ে সেই অস্থিরতা পরিবর্তন করতে পারবেনা ? যখন তোমাদের করতেই হবে, হতেই হবে তখন এই বিষয়ে তোমরা বিশেষ অ্যাটেনশন দাও । তোমরা গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদারের সন্তান হওয়ায়, সকলেই তোমাদের বংশ-তালিকার, তোমাদের পরিবারেরই শাখা । তোমরা তোমাদের ভক্তদের ইষ্ট দেবী-দেবতা । তাদের ইষ্ট দেবতা হওয়ার নেশা আছে তোমাদের ? তোমাদের ভক্তরা তোমাদের চিত্কার করে ডাকছে । তোমরা কি তাদের ডাক শুনতে পাচ্ছ ? তারা চিত্কার করছে, "হে ইষ্টদেব !" যেমনই হোক, তোমরা শুধু শুনছ কিন্তু তাদেরকে রেসপন্ড করছনা । তাই বাপদাদা এখন তোমাদের বলছেন, " সমস্ত ভক্তদের, হে ইষ্ট দেব ! তোমরা তাদের ডাক শোনো ! শুধুমাত্র শুনে থেমে থেকো না, রেসপন্স করো অর্থাত্ তাদের একটা উত্তরও দাও ।" কি রেসপন্স দেবে তাদের ? পরিবর্তনের বায়ুমণ্ডল তৈরি করো কারণ, তারা তোমাদের থেকে কোনও রেসপন্স না পেয়ে অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে । তারা চিত্কার করে, পরে শান্ত হয়ে যায় ।

সমস্ত কাজে ব্রহ্মা বাবার উত্সাহ তোমরা দেখেছ । যেমন শুরুতে ছিলেন, তিনি চাবির জন্য উদ্যমী ছিলেন । এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মাবাবা শিববাবাকে বলছেন, আমাকে ঘরের চাবি দাও । যতই হোক, যাদের বাবার সাথে যেতে হবে, তাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে ! নিজে নিজে তিনি কি করতে পারবেন ? তাহলে তোমরা এখন ব্রহ্মাবাবার সাথে যাচ্ছ, তাই -না ! নাকি তাঁকে অনুসরণ করছ ? ব্রহ্মাবাবার সাথেই যাচ্ছ, তাই নয় কি ! সেইজন্য ব্রহ্মাবাবা, বাবাকে বলছেন তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে, বাবা যদি তোমাদের চাবি দিয়ে দেন তবে বাচ্চারা তোমরা এভাররেডি তো ? তোমরা এভাররেডি নাকি শুধু রেডি ? এভাররেডি নও ? এভাররেডি হও । ত্যাগ, তপস্যা, সেবার তিনটে পেপার তৈরি তো ? ব্রহ্মাবাবা মৃদু-মৃদু হাসছিলেন, তোমরা যে ভালবাসার অনেক অশ্রু ঝরিয়েছ আর ব্রহ্মাবাবা তোমাদের সেই অশ্রু মোতিসম নিজের হৃদয়ে সমাহিত করে নিয়েছেন, তবুও তিনি অবশ্যই সংকল্প করেন, কবে তোমরা সবাই এভাররেডি হবে ? তোমরা একটা ডেট দিতে পারবে ? তোমরা তো বলবে তোমরা এভাররেডি কিন্তু তোমাদের সাথীদের তো অন্তত তৈরি করো ! নাকি সাথীদের পেছনে রেখে তোমরা নিজেরাই চলে যাবে ? তোমরা বলবে, ব্রহ্মাবাবা তো আমাদের ছেড়েই চলে গেছেন ! যতই হোক, তাঁকে এই রচনা তো রচিত করতেই হত । ক্রমোন্নতিকে ফাস্ট করার দায়িত্ব যে তাঁরই ছিল । তবে, তোমরা সবাই এভাররেডি হয়েছ ? শুধু একজনকে তো নয় ! তিনি সবাইকে তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন নাকি বাবা একা যাবেন ? তোমাদের সবাই এভাররেডি হয়েছে ? তোমরা এভাররেডি হয়েছ নাকি এইরকম হচ্ছ ? বলো ! কমপক্ষে নয় লাখ একসাথে যাবে । তানাহলে, তোমরা কার ওপর শাসন করবে ? তোমরা নিজেদেরই শাসন করবে ? বাচ্চারা তোমাদের জন্য ব্রহ্মাবাবার শুভকামনা ছিল, এভাররেডি হও আর অন্যকেও এভাররেডি বানাও ।

আজ সূক্ষ্ম বতনে বিশিষ্ট সব আদি রত্ন এবং সেবার আদি রত্ন ইমার্জ হয়েছে । অ্যাডভান্স পার্টি বলছে যে তারা তৈরি আছে । তারা কিসের জন্য তৈরি হয়েছে ? তারা বলে এই প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকারা বাজিয়ে তারা সকলে প্রত্যক্ষ হয়ে নতুন সৃষ্টি রচনার নিমিত্ত হবে । নতুন দুনিয়ার রচয়িতাকে আমরা আহ্বান করছি । সবকিছু এখন তোমাদের উপর নির্ভর করছে । বাজাও কাড়া-নাকারা আর প্রচার করে দাও, তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন ! অনুরূপ কাড়া -নাকারা কিভাবে বাজায় তোমরা জানো ? তোমাদের সেগুলো বাজাতে হবে ! ব্রহ্মাবাবা এখন তোমাদের সেই ডেটের কথা জিজ্ঞাসা করছেন । তোমরা সকলেই বলে থাকো, ডেট না থাকলে কোনও কাজ হবেনা । সুতরাং, এর জন্য একটা ডেট স্থির করো । তোমরা কি ডেট স্থির করতে পারো ? বাবা তো তোমাদের

ডেট স্থির করতে বলছেন । আজই ডেট ঠিক করে নাও । তোমরা কনফারেন্সের জন্য ডেট ঠিক করেছিলে, তাহলে এখন এইজন্য কনফারেন্স করো । বিদেশীরা কি ভাবছে ? ডেট স্থির করা যাবে ? তোমরা ডেট ঠিক করবে ? হ্যাঁ অথবা না ! আচ্ছা - জানকী দাদীর পরামর্শ নিয়ে করো । আচ্ছা।

দেশ- বিদেশের চারিদিকের, বাপদাদার অতি ভালবাসার এবং সবকিছু থেকে পৃথক অথচ প্রিয় বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছেন, সব বাচ্চারা লগন মে মগন অর্থাত্ ভালবাসায় বিভোর হ'য়ে তারা সম্পূর্ণরূপে প্রেমপূর্ণ স্থিতিতে বসে আছে । শুনছে আর মিলনোৎসবের দোলায় দুলছে । তারা দূরেও নয় আবার নয়ন সমুখেও নয় কিন্তু নয়নে ডুবে আছে । তাই এভাবে সমুখ মিলনের এবং অব্যক্ত রূপে ধ্যাননিবিষ্ট বাচ্চারা, যারা সদা তাদের ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার প্রমাণ দিচ্ছে, সেই সুযোগ্য বাচ্চারা সদা একাগ্রতার শক্তি দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তনকারী বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চা, সবসময় বাবা সমান তীব্র পুরুষার্থ দ্বারা উড়ন্ত ডাবল্ লাইট বাচ্চাদের বাপদাদার অনেক -অনেক -অনেক স্নেহ-স্মরণ আর নমস্কার ।

*বরদানঃ- নিজ-স্নেহের শীতল স্বরূপ দ্বারা ভয়ঙ্কর জ্বালা রূপের পরিবর্তনকারী স্নেহের প্রতিমূর্তি হও (ভব) *

স্নেহের রিটার্নে বরদাতা বাবা বাচ্চাদের এই বরদানই দেন যে, "সর্বদা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক আত্মার সাথে, প্রতিটা পরিস্থিতিতে স্নেহের প্রতিমূর্তি ভব ।" কোনও সময় নিজের স্নেহশীল ভাব, স্নেহমাখা চেহারা, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, স্নেহমিশ্রিত সম্পর্ক -সম্বন্ধ ছেড়োনা বা ভুলোনা । যে কোনও ভয়ঙ্কর রূপ তা' ব্যক্তিরই হোক বা প্রকৃতির অথবা মায়ার, জ্বালারূপ ধারণ করে সামনে আসুক না কেন তাকে সর্বদা স্নেহের শীতলতার দ্বারা পরিবর্তন করে দাও । স্নেহের দৃষ্টি, বৃত্তি আর কৃতির দ্বারা স্নেহময় সৃষ্টি বানাতে হবে ।

স্লোগানঃ- কঠিন সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারলে বলবান হওয়া যায়, অতএব কঠিন সমস্যাকে ভয় পেয়োনা ।